আলবার্ট হির্শম্যানের অসম ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন তত্ত্ব

(Unbalanced Growth Theory of Albert Hirschman)

১. ভূমিকা (Introduction)

অর্থনীতিবিদ আলবার্ট হির্শম্যান (Albert Hirschman) ১৯৫৮ সালে তাঁর The Strategy of Economic Development গ্রন্থে অসম ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন।

হির্শম্যানের মতে, একটি অনুন্নত দেশের পক্ষে অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে একই সঙ্গে সমান বিনিয়োগ করা সম্ভব নয়। তাই দেশের সীমিত মূলধন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা উচিত। এই ক্ষেত্রগুলির উন্নতির ফলে ধীরে ধীরে অন্যান্য ক্ষেত্রেও উন্নয়ন শুরু হবে।

সহজ কথায়: প্রথমে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বেশি বিনিয়োগ করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু করা এবং পরে সেই উন্নয়নকে অন্যান্য ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়াই হলো অসম ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন তত্ত্বের মূল ধারণা।

হির্শম্যান মনে করেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্বাভাবিকভাবেই অসমভাবে ঘটে। এই কারণে তাঁর তত্ত্ব গানার মিরডালের তত্ত্ব থেকে কিছুটা আলাদা।

২. তত্ত্বের মূল ধারণা (Basic Idea)

হির্শম্যানের মতে, উন্নয়নশীল দেশগুলির মূলধন, প্রযুক্তি ও অন্যান্য সম্পদ সীমিত। তাই সব ক্ষেত্রে একসঙ্গে বিনিয়োগ না করে এমন কিছু ক্ষেত্র বেছে নিতে হবে, যেগুলি অন্য ক্ষেত্রের উন্নয়নেও সাহায্য করবে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি দেশে ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠলে কয়লা, লৌহ আকরিক, যন্ত্রপাতি, পরিবহণ এবং নির্মাণশিল্পের চাহিদা বাড়বে। ফলে এই শিল্পগুলিরও উন্নয়ন হবে।

প্রধান বৈশিষ্ট্য

- কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বেশি বিনিয়োগ করা।
- একটি শিল্পের উন্নতির মাধ্যমে অন্যান্য শিল্পের উন্নয়ন ঘটানো।
- অর্থনীতির কিছু ক্ষেত্রে ঘাটতি ও চাপ সৃষ্টি হতে দেওয়া।
- ঘাটতি পূরণের জন্য নতুন বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা।
- কর্মসংস্থান, উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা।

৩. হির্শম্যানের তত্ত্ব ও মিরডালের তত্ত্বের সম্পর্ক

হির্শম্যানের অসম ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন তত্ত্বের সঙ্গে গানার মিরডালের Cumulative Causation Theory বা ক্রমপুঞ্জিত কার্যকারণ তত্ত্বের অনেক মিল রয়েছে।

দুই অর্থনীতিবিদই মনে করেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সব অঞ্চলে সমানভাবে ঘটে না।

মিলগুলি

1. কেন্দ্র ও প্রান্তের ধারণা: উন্নত অঞ্চলকে Core বা কেন্দ্র এবং অনুন্নত অঞ্চলকে Periphery বা প্রান্ত বলা হয়।

2. ক্রমাগত উন্নয়ন: একটি অঞ্চলে বিনিয়োগের ফলে আয় ও মুনাফা বাড়ে। সেই মুনাফা আবার বিনিয়োগ করা হলে আরও উন্নয়ন ঘটে।

3. শিল্পের কেন্দ্রীভবন: উন্নত অঞ্চলে মূলধন, শিল্প ও কর্মসংস্থান বেশি জমা হতে থাকে।

4. আঞ্চলিক বৈষম্য: উন্নত ও অনুন্নত অঞ্চলের মধ্যে আয়ের পার্থক্য বাড়তে পারে।

প্রধান পার্থক্য

মিরডাল মনে করেন, উন্নত অঞ্চল থেকে উন্নয়নের সুবিধা অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়লেও উন্নত অঞ্চলের আকর্ষণে সম্পদ ও শ্রমিক চলে যাওয়ার ফলে অনুন্নত অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই সরকারি হস্তক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে, হির্শম্যানের তত্ত্বের এই ব্যাখ্যায় বলা হয়, উন্নত কেন্দ্র থেকে প্রান্ত অঞ্চলে উন্নয়নের সুবিধা ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবে বাস্তবে এই সুবিধা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৌঁছায় কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

৪. Trickle-Down Effect বা উন্নয়নের সুবিধা নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়া

Trickle-Down Effect বলতে বোঝায়, উন্নত কেন্দ্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধা ধীরে ধীরে প্রান্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়া।

কেন্দ্র থেকে প্রান্ত অঞ্চলে যেসব সুবিধা যেতে পারে, সেগুলি হলো—

- আধুনিক প্রযুক্তি।
- নতুন শিল্প ও ছোট কারখানা।
- উন্নত কৃষি উপকরণ।
- কর্মসংস্থানের সুযোগ।
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা।
- পণ্য ও পরিষেবার সরবরাহ।

উদাহরণ: একটি বড় শহরে শিল্পের উন্নতি হলে আশপাশের ছোট শহরে নতুন কারখানা, দোকান ও পরিবহণ পরিষেবা গড়ে উঠতে পারে। এতে প্রান্ত অঞ্চলের মানুষের আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ে।

তবে মনে রাখতে হবে, এই সুবিধা সব সময় সমানভাবে বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছড়িয়ে পড়ে না।

৫. Polarization Effect বা কেন্দ্রীভবন প্রভাব

Polarization Effect বলতে বোঝায়, প্রান্ত অঞ্চল থেকে সম্পদ, শ্রমিক ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উপাদান উন্নত কেন্দ্রের দিকে চলে যাওয়া।

যেমন—

- প্রান্ত অঞ্চল থেকে শ্রমিক বড় শহরে চলে যায়।
- কৃষিপণ্য ও খনিজ সম্পদ কেন্দ্রের শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
- মূলধন ও ব্যবসার সুযোগ উন্নত শহরে বেশি কেন্দ্রীভূত হয়।

উদাহরণ: একটি গ্রামের দক্ষ শ্রমিকরা কাজের জন্য বড় শহরে চলে গেলে গ্রামে শ্রমিকের অভাব দেখা দিতে পারে। একই সময়ে বড় শহরের শিল্পে উৎপাদন ও আয় বাড়তে পারে।

এই প্রভাবের ফলে কেন্দ্র দ্রুত উন্নত হতে পারে, কিন্তু প্রান্ত অঞ্চল পিছিয়ে পড়তে পারে।

Polarization Effect-এর প্রভাব সব সময় নেতিবাচক নয়। শ্রমিকের পাঠানো টাকা বা কেন্দ্রের সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রান্ত অঞ্চলও লাভবান হতে পারে।

Trickle-Down ও Polarization Effect-এর পার্থক্য

বিষয়	Trickle-Down Effect	Polarization Effect
অর্থ	উন্নয়নের সুবিধা ছড়িয়ে পড়া	সম্পদ ও শ্রমিক কেন্দ্রে জমা হওয়া
প্রবাহ	কেন্দ্র থেকে প্রান্তে	প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে
উদাহরণ	ছোট শহরে নতুন শিল্প স্থাপন	গ্রাম থেকে শ্রমিক বড় শহরে যাওয়া

সম্ভাব্য ফল প্রান্ত অঞ্চলের উন্নয়ন কেন্দ্রের দ্রুত বৃদ্ধি ও আঞ্চলিক বৈষম্য

মনে রাখবে: Trickle-Down Effect-কে অনেক ক্ষেত্রে Spread Effect এবং Polarization Effect-কে Backwash Effect-এর কাছাকাছি ধারণা হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। তবে এই পরিভাষাগুলি মূলত মিরডালের তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত।

৬. SOC ও DPA-এর মাধ্যমে উন্নয়ন

হির্শম্যান অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের দুটি প্রধান ক্ষেত্রের কথা বলেছেন।

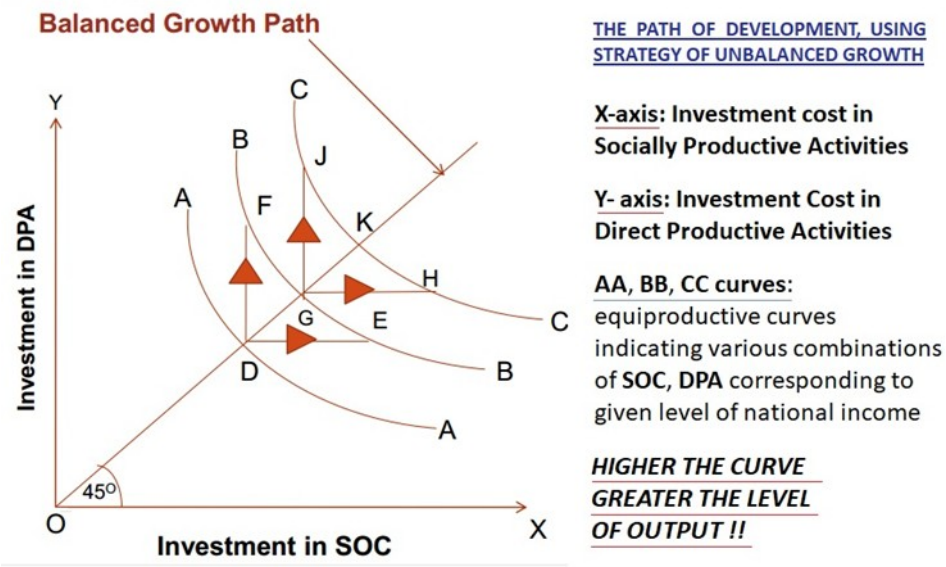
A. SOC: Social Overhead Capital

SOC-এর অর্থ সামাজিক পরিকাঠামো। এর মধ্যে রয়েছে—

- রাস্তাঘাট ও পরিবহণ।
- বিদ্যুৎ সরবরাহ।
- সেচ ব্যবস্থা।
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য।
- যোগাযোগ ব্যবস্থা।

প্রথমে সরকার এই ক্ষেত্রগুলিতে বেশি বিনিয়োগ করলে বেসরকারি শিল্পের উন্নয়নের সুযোগ তৈরি হয়।

উদাহরণ: সরকার সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করলে ছোট ও মাঝারি শিল্প গড়ে উঠতে পারে।



B. DPA: Directly Productive Activities

DPA বলতে সরাসরি পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদনকারী কাজকে বোঝায়।

যেমন—

- ইস্পাত শিল্প।
- বস্ত্রশিল্প।
- কৃষি উৎপাদন।

- খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ।
- যন্ত্রপাতি নির্মাণ।

এই ক্ষেত্রে প্রথমে বেশি বিনিয়োগ করলে উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু বিদ্যুৎ, রাস্তা ও পরিবহণের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। ফলে সরকারকে পরিকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হয়।

SOC ও DPA-এর পার্থক্য

SOC	DPA
সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো	সরাসরি উৎপাদনমূলক কাজ
রাস্তা, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য	ইস্পাত, বস্ত্র, কৃষি, যন্ত্রপাতি
উৎপাদনশীল কাজের পরিবেশ তৈরি করে	সরাসরি পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন করে

৭. উন্নয়নের পথ (Path of Development)

হির্শম্যানের মতে, দুটি পথে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটতে পারে।

প্রথম পথ: SOC-তে বেশি বিনিয়োগ

1. সরকার রাস্তা, বিদ্যুৎ ও পরিবহণে বিনিয়োগ করে।

2. পরিকাঠামোর উন্নতি হয়।

3. শিল্পের উৎপাদন খরচ কমে।

4. বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা নতুন শিল্প স্থাপন করেন।

5. উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ে।

দ্বিতীয় পথ: DPA-তে বেশি বিনিয়োগ

1. প্রথমে নতুন শিল্প ও কারখানা স্থাপন করা হয়।

2. উৎপাদন বাড়তে থাকে।

3. বিদ্যুৎ ও পরিবহণের ওপর চাপ বাড়ে।

4. পরিকাঠামোর ঘাটতি দেখা দেয়।

5. সরকার নতুন রাস্তা, বিদ্যুৎকেন্দ্র ও অন্যান্য পরিকাঠামো তৈরি করে।

6. আরও শিল্পের উন্নয়ন ঘটে।

অর্থাৎ, প্রথম ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন শিল্পকে আকর্ষণ করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিল্পের বৃদ্ধি পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য চাপ সৃষ্টি করে।

৮. Backward Linkage ও Forward Linkage

হির্শম্যানের তত্ত্বে এই দুটি ধারণা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলির মাধ্যমে বোঝা যায় কোন শিল্পে বিনিয়োগ করলে অন্য শিল্পের উন্নয়ন হতে পারে।

A. Backward Linkage বা পশ্চাৎমুখী সংযোগ

কোনো শিল্পের উন্নতির ফলে সেই শিল্পের জন্য কাঁচামাল ও উপকরণ সরবরাহকারী শিল্পের উন্নতি হলে তাকে Backward Linkage বলে।

উদাহরণ: ইস্পাত কারখানা স্থাপন করলে কয়লা ও লৌহ আকরিকের চাহিদা বাড়ে। ফলে এই কাঁচামাল উৎপাদনকারী শিল্পের উন্নতি হয়।

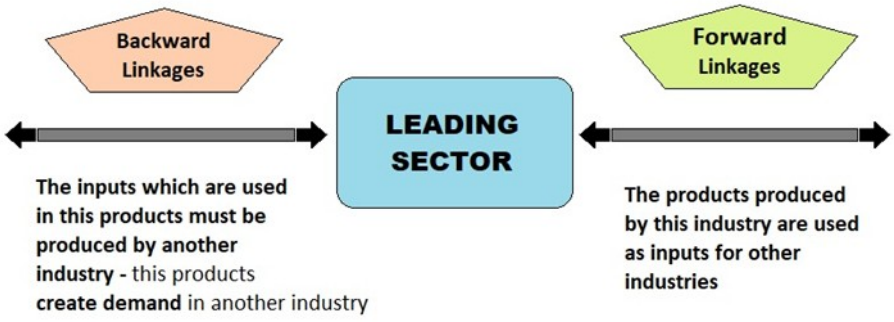
B. Forward Linkage বা অগ্রবর্তী সংযোগ

কোনো শিল্পের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার করে অন্য শিল্পের উন্নতি হলে তাকে Forward Linkage বলে।

উদাহরণ: ইস্পাত শিল্পের উন্নতি হলে গাড়ি, যন্ত্রপাতি ও নির্মাণশিল্পের উন্নতি হতে পারে।

সহজে মনে রাখো:

- Backward Linkage = কাঁচামাল সরবরাহকারী শিল্পের উন্নতি।
- Forward Linkage = উৎপাদিত পণ্য ব্যবহারকারী শিল্পের উন্নতি।



৯. Balanced Growth ও Unbalanced Growth-এর পার্থক্য

Balanced Growth Theory বা সুষম উন্নয়ন তত্ত্ব এবং Unbalanced Growth Theory বা অসম ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

Balanced Growth	Unbalanced Growth
বিভিন্ন ক্ষেত্রে একসঙ্গে সমন্বিত বিনিয়োগের ওপর জোর দেয়।	কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বেশি বিনিয়োগের ওপর জোর দেয়।
বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করে।	একটি ক্ষেত্রের উন্নতির মাধ্যমে অন্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করে।
অনেক ক্ষেত্রে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।	সীমিত মূলধন কৌশলগতভাবে ব্যবহার করার ওপর জোর দেয়।
একসঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রের চাহিদা ও উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করে।	ধাপে ধাপে বিনিয়োগ ও উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করে।

হির্শম্যানের মতে, অনুন্নত দেশে সীমিত সম্পদ থাকায় প্রথমে অসম ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন বেশি বাস্তবসম্মত হতে পারে। তবে দীর্ঘমেয়াদে বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয়ও প্রয়োজন।

১০. সরকারি হস্তক্ষেপের ভূমিকা (Role of Government)

হির্শম্যানের তত্ত্বের কিছু ব্যাখ্যায় বলা হয়, কেন্দ্রের উন্নয়নের সুবিধা ধীরে ধীরে প্রান্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিন্তু বাস্তবে বাজারের প্রধান উদ্দেশ্য সাধারণত মুনাফা অর্জন, আঞ্চলিক সমতা প্রতিষ্ঠা নয়।

তাই সরকারকে প্রয়োজন অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হয়।

- পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের জন্য করছাড় দেওয়া।

- গ্রাম ও ছোট শহরে রাস্তা, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা।
- শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা বাড়ানো।
- পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
- সম্পদসমৃদ্ধ কিন্তু অনুন্নত অঞ্চলে বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করা।

উদাহরণ: কোনো পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য সরকার করছাড় ও উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা দিলে সেখানে নতুন বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান তৈরি হতে পারে।

১১. তত্ত্বটির গুণাবলি (Merits)

1. বাস্তবসম্মত: অনুন্নত দেশগুলির সীমিত মূলধন ও সম্পদের সমস্যাকে গুরুত্ব দেয়।

2. গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের উন্নয়ন: এমন শিল্পে বিনিয়োগের ওপর জোর দেয়, যা অন্য শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করে।

3. কর্মসংস্থান বৃদ্ধি: নতুন শিল্প গড়ে উঠলে কাজের সুযোগ বাড়তে পারে।

4. উদ্ভাবনে উৎসাহ: অর্থনীতির ঘাটতি নতুন প্রযুক্তি ও উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োজন তৈরি করে।

5. বহুগুণক প্রভাব: একটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও আয়, উৎপাদন ও বিনিয়োগ বাড়তে পারে।

6. আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাখ্যা: কেন্দ্র ও প্রান্ত অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করে।

১২. তত্ত্বটির সমালোচনা (Criticism)

1. আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি: উন্নত কেন্দ্র আরও বেশি সম্পদ আকর্ষণ করলে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল আরও অনুন্নত হতে পারে।

2. মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা: ভারী শিল্পে বেশি বিনিয়োগ করলে ভোগ্যপণ্যের ঘাটতি ও মূল্যবৃদ্ধি হতে পারে।

3. কৃষিক্ষেত্র অবহেলিত হওয়ার আশঙ্কা: শিল্পে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে কৃষি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র পিছিয়ে পড়তে পারে।

4. সঠিক ক্ষেত্র নির্বাচন কঠিন: কোন শিল্পে কতটা বিনিয়োগ করলে সর্বাধিক উন্নয়ন হবে, তা নির্ধারণ করা সহজ নয়।

5. পরিকাঠামোর অভাব: অনুন্নত দেশে শিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ, পরিবহণ ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব থাকতে পারে।

6. Trickle-Down সব সময় ঘটে না: উন্নত কেন্দ্রের সুবিধা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রান্ত অঞ্চলে পৌঁছায় না।

7. সরকারি নীতির গুরুত্ব: পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সরকারি সাহায্য ও পরিকল্পনা প্রয়োজন হতে পারে।

8. উন্নয়নের ফল অনিশ্চিত: একটি শিল্পে বিনিয়োগ করলেই অন্য শিল্পের উন্নয়ন হবে, এমন নিশ্চয়তা নেই।

১৩. উপসংহার (Conclusion)

আলবার্ট হির্শম্যানের অসম ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন তত্ত্ব অনুযায়ী, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রথমে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বেশি বিনিয়োগ করা উচিত। এর ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও উৎপাদনের সুযোগ তৈরি হয়।

এই তত্ত্বে SOC, DPA, Backward Linkage, Forward Linkage, Trickle-Down Effect এবং Polarization Effect গুরুত্বপূর্ণ ধারণা।

তবে উন্নয়নের সুবিধা সব অঞ্চলে সমানভাবে পৌঁছায় না। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি আঞ্চলিক বৈষম্য কমানোর জন্যও ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

সুতরাং, হির্শম্যানের তত্ত্ব অনুযায়ী অসম উন্নয়ন অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচনা করতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে সুষম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন।